কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ২৩:১৩

বৃত্তি নিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষা

ড. মো. সহিদুজ্জামান

উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমাতে কে না চায়। আর সেটি যদি হয় ইউরোপ, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায়, তাহলে তো কথাই নেই। কেউ বা নিজ খরচে, কেউ বা বৃত্তি নিয়ে ভ্রমণ করছে স্বপ্নের এই দেশগুলো। তবে বৃত্তি নিয়ে বিদেশ ভ্রমণ করলে নিজেকে অনেকটাই গর্বিত ও সার্থক মনে হয়। অনেকের এ রকম স্বপ্ন থাকলেও বাস্তবে তা পূরণ করাটা চ্যালেঞ্জ ও কৌশলের। হয়তো বা এরই মধ্যে অনেকেই স্বপ্নপূরণের এ রাস্তায় নেমে হতাশ হয়ে পিছু হটেছে, কেউ বা চেষ্টার পর চেষ্টা করে যাচ্ছে, আবার কেউ বা হঠাৎ করে পেয়েও যাচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শোনা যায় প্রফেসর পাওয়া যায় না, ই-মেইল করলেও উত্তর পাওয়া যায় না ইত্যাদি। আবার কিভাবে কী করতে হয় বা কিভাবে এগোতে হয়—এ ভয়েই অনেকের হয়তো বা শুরুটাই করা হয় না। অনেকেই আবার রেজাল্ট ভালো না থাকায় চেষ্টাও করে না। তবে এ ধারণা একেবারেই ভুল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ন্যূনতম ‘বি’ গ্রেড নিয়েও বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়।

বিশ্বজুড়ে বর্তমানে ৪৩ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। তাদের প্রায় ৫৩ শতাংশ এশিয়া থেকে যাচ্ছে। গত দশকের শুরুতে বিদেশে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২১ লাখ এবং চলতি দশকের শেষে ৮০ লাখে পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে পাড়ি জমানোর দিক দিয়ে চীন শীর্ষে রয়েছে (৩১.৫%), এর পরেই ভারতের অবস্থান (১৫.৯%)।

একজন শিক্ষার্থীকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক, যিনি এরই মধ্যে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। শিক্ষকতায় যোগ দেওয়ার পর যখন বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য মনস্থির করলাম,

তখন কিভাবে শুরু করব তা বুঝতে পারছিলাম না। সবাই শুধু বলতেন, বেশি বেশি করে ই-মেইল করতে, তাহলে একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু কিভাবে ই-মেইল করতে হয়, কোথায় প্রফেসরের ঠিকানা বা ই-মেইল পাওয়া যায়, তা শিখিয়ে দেওয়ার সময় অনেকেরই হতো না। ফলে নিজে নিজে শিখতে কিছুটা সময় লেগে গেছে। তবে শিক্ষকদের সহযোগিতা ছাড়া কাজটি খুবই কঠিন। কারণ বিদেশি প্রফেসর ম্যানেজ, গবেষণাপত্র তৈরি, সুপারিশপত্র প্রদান, গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ–প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের সহযোগিতা প্রয়োজন।

কোনো কাজই মানুষের অসাধ্য নয়, চেষ্টা অব্যাহত রাখলে বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ পাওয়া সম্ভব। সম্ভব যেকোনো ধরনের গবেষণায় সফলতা অর্জন করা। বিদেশে উচ্চশিক্ষার সন্ধানে নিজ ডিগ্রি বা ডিসিপ্লিনের সঙ্গে সংগতি রেখে যেকোনো বিষয়ের ওপর কাজ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। এসব বিষয় লক্ষ করে আন্তর্জাতিক জার্নালগুলোর অনলাইন সংস্করণ থেকে প্রফেসরের ই-মেইল খুঁজে প্রতিনিয়ত লিখতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষক বা সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা নিতে হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রদানকৃত বৃত্তির জন্য অন্যান্য দেশের মতো আমাদেরও আবেদনের সুযোগ থাকে। তবে সেগুলো অনেক প্রতিযোগিতামূলক এবং সংখ্যায় কম। আবার কিছু কিছু স্কলারশিপের বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি কর্তৃক প্রচার অনেক সময় ডেডলাইনের শেষ মুহূর্তে পাওয়া যায়, ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় না বলেও শোনা যায়। তা ছাড়া দেশীয় অনুদান দিয়ে যেসব বৃত্তি প্রদান করা হয় তার বেশির ভাগই উপভোগ করে বিশেষ শ্রেণির মানুষেরা। সাধারণ শিক্ষার্থীদের এ সুযোগ নেই বললেই চলে। যদিও নিজ চেষ্টায় অনেকে বৃত্তি নিয়ে বিদেশে যাচ্ছে, তবে এ সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্তই কম। বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গতানুগতিক সীমিত সুযোগের পাশাপাশি উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে বিশেষ প্রগ্রাম চালুর ব্যবস্থা করতে হবে। যেমনটি করছে চীন, ভারত ও পাকিস্তান। নিজ ছাত্রদের বাইরে পাঠানোর বিষয়ে শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। এ ছাড়া আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বৃত্তি প্রদানকারী সংস্থাগুলোর দ্বারস্থ হতে হবে, যাতে তাদের প্রদত্ত বৃত্তি দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়। এর জন্য প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের শিক্ষাসংশ্লিষ্ট দপ্তর ও অধিদপ্তরের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও উন্নত কর্মপরিকল্পনা। কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এগোতে হবে। পাকিস্তানে যেকোনো শিক্ষার্থী বাইরে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেলে সরকার থেকে যাওয়া-আসার টিকিট সরবরাহ করা হয়। তরুণ প্রজন্মকে উন্নত বিশ্বে উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করতে তারা এ কাজটি করে থাকে। কারণ তারা রেমিট্যান্সসহ দেশের শিক্ষা ও গবেষণায় অবদান রাখবে, অর্জিত জ্ঞানকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারবে। আমাদেরও এভাবে ভাবতে হবে।

অনেক দেশে নামিদামি প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি স্কলারশিপ ও গবেষণা অনুদান দিয়ে থাকে। আমরাও এ কালচার গড়ে তুলতে পারি। বিল গেটস, টয়োটা, নিপ্পন ফাউন্ডেশন, আগা খান ফাউন্ডেশনের মতো অনেক বেসরকারি বা চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন, করপোরেশন বা সিভিল সোসাইটি এগিয়ে আসতে পারে। দেশের অনেক কম্পানি যারা সচরাচর বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বড় ধরনের অনুদান দিয়ে থাকে, তাদের সহযোগিতায় ও সংশ্লিষ্টতায় ফান্ড গঠন করেও বৃত্তি প্রদান করা যেতে পারে। আমাদের এসব প্রতিষ্ঠান, বিত্তবান গোষ্ঠী বা পরিবার যদি এদিকে দৃষ্টি দেয়, তাহলে অনেক মেধাবী তরুণ উপকৃত হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তারা দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে পারবে।

লেখক : ফুলব্রাইট ভিজিটিং ফেলো, টাফটস্ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা ও অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

szaman@bau.edu.bd

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com